স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)

ঢাকা সিটি নেইভারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট

পুনর্বাসন নীতি কাঠামো (আরপিএফ)

মে ১৪, ২০১৮

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ই-১. প্রকল্পের সার সংক্ষেপ: "ঢাকা সিটি নেইভারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট" (অত:পর প্রকল্প হিসেবে অভিহিত) বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আইডিএ) সহ-অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়ায় বিনিয়োগ প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের অন্তর্গত কিছু নির্বাচিত এলাকায় জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানের সুবিধা সম্প্রসারণ ও নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন। প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)। এ প্রকল্প মূলত: তিন ধরণের উন্নয়ন কাজে বিনিয়োগ করবে ঃ (১) সড়ক ও তার পার্শ্ববর্তী হাঁটার রাস্তা; (২) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থান, যেমন পার্ক, নদী বা খালের আশপাশ, স্কয়ার, সবুজ এলাকা ইত্যাদি এবং বাজার, কমিউনিটি সেন্টার, পাঠাগার এবং অনুরূপ সরকারি স্থাপনা। ঢাকা দক্ষিণের চারটি এলাকা নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, যথা: (১) কামরাঙ্গিরচর; (২) লালবাগ; (৩) সুত্রাপুর-নয়াবাজার-গুলিস্তান ; এবং (৪) খিলগাঁও-মুগ্দা-বাসাবো এলাকা।

ই-২. প্রকল্পের দুটি ভাগ: (১) সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত স্থানসমূহের উন্নয়ন এবং (২) নগর ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতা সৃষ্টি এবং বাস্তবায়ন সহায়তা। প্রথম ভাগে থাকছে নির্বচিত কিছু এলাকার উন্নয়ন। এ অংশ থেকে সড়ক ও সংযোগ সড়ক, উন্মুক্ত ও সবুজ এলাকা এবং সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত ভবন ও সুবিধাসমূহের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অর্থায়ন করা হবে। দ্বিতীয় অংশ থেকে ক্রমবর্ধমান পরিচালন ও কারিগরি উপদেষ্টা ব্যয়, প্রশিক্ষণ ব্যয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত ব্যয়; চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও পৌর কাজের তদারকির জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং ফলাফল মনিটরিং ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যয়সহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের (পিআইইউ) যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় খরচ নির্বাহ করা হবে।

ই-৩. **এলাকা নির্বাচনের নীতিমালা ঃ** নিম্নলিখিত বৈশিষ্টের ভিত্তিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের অন্তর্গত কয়েকটি এলাকা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাচন করা হবে: (১) যে সব এলাকা সর্বসাধরনের জন্য উন্মুক্ত অথবা যাদের উন্নয়ন সার্বিক বাসযোগ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করবে (২) অন্যান্য সরকারি স্থানের উন্নয়ন এবং গণপরিবহন ও অবকাঠামোগত বিনিয়োগের ব্যাপারে বর্তমান বা ভবিষ্যত সরকারের পদক্ষেপ গ্রহনের সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব স্থান, (৩) প্রান্তিক এলাকাবাসী জনগণের অংশ গ্রহনের সুযোগ এবং পৌর পর্যায়ে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে আস্থা নির্মাণে সহায়ক গুণাবলী রয়েছে এমন সব স্থান; এবং (৪) নিম্ন আয়ের ও ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী সম্প্রদায়ের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব স্থান।

ই-৪. **এলাকাভিত্তিক উপপ্রকল্প নির্বাচনের নীতিমালা:** নির্বাচিত এলাকায় উপপ্রকল্প নির্বাচন, নক্সা প্রনয়ণ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষ্য সমূহের মধ্যে একাধিক লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখার সম্ভাবনার ভিত্তিতে বাছাই করা হবে: ক) প্রবেশাধিকার ও চলমানতা ; খ) পথচারী নিরাপত্তা; গ) এলাকাভিত্তিক বিনোদনের ব্যবস্থা, ঘ) স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন; ঙ) স্থানীয় পর্যায়ের গণপরিবহন; চ) ট্রাফিক ও পার্কিং ব্যবস্থাপনা, ছ) সরকারি ও নাগরিক সুবিধাদি; জ) "সবুজ অবকাঠামো", এবং বিশেষ করে বন্যা ঝুঁকি মোকাবিলার মত দুর্যোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং ঝ) নগরের বাসযোগ্যতা ও পৌর সেবা উন্নয়নের জন্য আচরনগত পরিবর্তন।

ই-৫. **অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের প্রভাব ঃ** প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হবে বিরাজমান অবকাঠামো উন্নয়ন ও সরকারি জমির পুনর্ভরণ ও পুনর্বাসন। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় পৌর কাজের জন্য নতুন জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হবে না। তবে, বিভিন্ন সংস্থার জমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমতি সাপেক্ষে অর্থাৎ মালিকানা পরিবর্তন না করে

ডিএসসিসির প্রয়োজনীয় প্রটোকল সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। ডিএসসিসির মালিকানধীন জমি ও অন্যান্য সরকারি জমি সব সময় নিষ্কন্টক হয় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডিএসসিসির অথবা অন্য ব্যক্তি বা সরকারি সংস্থার ভাড়াটিয়া থাকতে পারে। এ ছাড়া সরকারি জমিতে অনেক সময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনানুষ্ঠানিক অস্তিত্বও থাকতে পারে যা তাদের জীবনযাত্রায় অস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে । উপপ্রকল্পের নক্সা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নকালে অপ্রত্যাশিত পূনর্বাসনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে:

- নদীতীরে বা অন্যান্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে স্থাপিত বেসরকারি দোকানপাট;
- ডিএসসিসি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন অথবা লীজ নিয়ে গড়ে ওঠা দোকানপাট,
- উপপ্রকল্পের জমিতে অবস্থিত নাগরিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান;
- উপপ্রকল্পের জমিতে ব্যক্তিগতভাবে লাগানো গাছ;
- স্থানচ্যুত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের ক্ষতি;
- মজুরি উপার্জনের ক্ষতি ; এবং
- বাড়ী ভাড়ার ক্ষতি অথবা আবাসিক ভবন/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভাড়ার ক্ষতি।

ই-৬. তবে প্রকল্প এলাকা ও তার আশেপাশে বিশ্বব্যাংক স্বীকৃত এমন কোন স্থানীয় বৈশিষ্ট সম্পন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে না।

ই-৭. **পুনর্বাসন নীতি কাঠামো (আরপিএফ) ঃ ডিএসসিসি ও বিশ্বব্যাংক উপপ্রকল্প নির্বাচন, নক্সা, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি কর্মসুচিভিত্তিক দৃষ্টিকোণের ব্যাপারে একমত হয়েছে। নির্দিষ্ট উপপ্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সেজন্য উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অপ্রত্যাশিত পূনর্বাসনসহ এলাকা ভিত্তিক সামাজিক প্রভাব সমূহকে বিবেচনা করা হবে।** প্রকল্পের পরিধি এবং সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করেই বিশ্বব্যাংকের অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই ডিএসসিসি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত সামাজিক সমস্যা ও তার প্রভাব ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বব্যাংকের সাথে এই পুনর্বাসন নীতিকাঠামোর (আরপিএফ) ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেছে। এই আরপিএফ প্রকল্প চিহ্নিত করতে এবং নক্সা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে সামাজিক সমস্যা ও তার প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার জন্য নীতিমালা, রূপরেখা ও পদ্ধতি দিয়ে সাহায্য করবে।

ই-৮. **আইন ও নীতিগত কাঠামো ঃ** বাংলাদেশে ভূমি অধিগ্রহন নিয়ন্ত্রনের প্রধান আইন হচ্ছে এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড রিকুইজিশন অব ইমুভেবল প্রপার্টি এ্যাক্ট ২০১৭ (২০১৭ সালের ২১ নম্বর আইন)। এই আইনে প্রকল্পের জন্য বেসরকারি জমি অধিগ্রহনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের বিধান রাখা হয়েছে। এই আইন প্রকল্প বাস্তবায়নে নন-সত্বভোগী ব্যক্তির স্থানচ্যুতি স্বীকার করে না সে কারনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় আইন ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং বিশ্বব্যাংকের অপ্রত্যাশিত পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী প্রণীত (ওপি ৪.১২) আরপিএফ বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছে ।

ই-৯. সময়সীমা ঃ আরপিএফ-এর আওতায় সুবিধা প্রাপ্তির একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের শুমারি ও সম্পদের বিবরণী তৈরীর শুরুর তারিখকে এই সময়কালের শেষ দিন হিসেবে গণ্য করা হবে। এই তারিখের পরে উপপ্রকল্পের জমিতে আশ্রয় নেয়া কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ, জীবিকা পুনরুদ্ধার বা পুনর্বাসন সহায়তার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

ই-১০. যোগ্যতা ও অধিকার ঃ প্রতিস্থাপন ব্যয়ের পূর্ণ ক্ষতিপূরণই হচ্ছে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সম্পদ হানির বিপরীতে বরাদ্দ প্রাপ্তি, বাস্তুচ্যুত ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন এবং যে কোন অনাকাংখিত প্রভাব মোকাবিলার মূল নীতি। উপপ্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবের ধরণ, ক্ষতির পরিমাণ ও যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যার সঙ্গে সংগতি রেখে পূনর্বাসন পরিকল্পনার প্রাপ্তির ছক নির্ধারিত হবে। এই আরপিএফ উপপ্রকল্পের কারণে উদ্বুদ্ধ হতে পারে এমন সব সম্ভাবনাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১. ভৌত কাঠামোর ক্ষতিপূরণঃ দাপ্তরিক ক্ষমতাবলে গঠিত প্রপ্রার্টি এসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি (পিএভিসি) জমি ছাড়া অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোর সম্পূর্ণ পুনস্থাপনের খরচ নির্ধারন করে ক্ষতিপূরণ হিসাবে মালিককে দিবে। ক্ষতিগ্রস্ত মালিকরা কাঠামোসমূহ অপসারন ও স্থানান্তরের জন্য পিএভিসি কর্তৃক বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী নির্ধারিত একটি মঞ্জুরি পাবেন।

২. ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালাঃ পারিপার্শ্বিক তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে যদি প্রমাণিত হয় উপপ্রকল্পের জমিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন গাছ রয়েছে তাহলে উক্ত গাছের মালিক পিএভিসি কর্তৃক বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী গাছের জন্য নির্ধারিত নগদ মঞ্জুরি পাবেন এবং প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত গাছের জন্য ডিএসসিসি পাঁচটি করে গাছ পুনরায় রোপন করবে। পরিপক্ক ও ফলবতী গাছের ক্ষতিপূরণ মূল্যের মধ্যে কাঠ মূল্যের শতকরা ৩০ ভাগ এক মৌসুমের উৎপাদন মূল্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হবে।

৩. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা : ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসায়িরা মূলধনের আকার অথবা ব্যবসার আইনগত অনুমোদন ভিত্তিতে ব্যবসার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে অথবা বিকল্প কোন স্থানে ব্যবসা পুনরায় শুরু করার বা নতুন উদ্যোগ গ্রহন বা নতুন পেশায় যোগদানের জন্য সহায়তা পাবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার মালিকগণ পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবসার ধরণ (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ) এর ভিত্তিতে স্থানান্তর ভাতাও পাবেন।

৪. ক্ষতিগ্রস্ত লীজ অথবা দখল গ্রহীতাঃ ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের লীজ বা দখলগ্রহীতা লীজদাতার সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী সাময়িক বা স্থায়ী লীজ বা দখল হারানোর ক্ষতিপূরণ পাবেন। ক্ষতিগ্রস্ত লীজগ্রহীতা তার ব্যবসায়িক লোকসানের জন্য পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত ভাতা পাবেন যা লীজদাতার নিকট তার জমাকৃত অর্থের শতকরা ১০ ভাগ অথবা মাসিক নীট মুনাফার সমান, যেটাই বেশী হয় ।

৫. **ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীঃ** ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লে-অফ হওয়া কর্মচারীরা নগদ ক্ষতিপূরণ পাবে যার পরিমাণ কর রেকর্ড অথবা নিবন্ধিত বেতন অনুযায়ী তিন মাসের বেতন, অথবা এই সব নথির অনুপস্থিতিতে একই ধরণের তুলনীয় চাকুরীর বেতন।

৬. **ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের লোকসানঃ** ভাড়ায় প্রদত্ত স্থানের ভাড়াভিত্তিক আয়ের লোকসান ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত চৌহদ্দি শুমারির মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া সম্পত্তি চিহ্নিত এবং পিএভিসি কর্তৃক যাচাই করা হবে। ডিএসসিসি, ক্ষতিপূরণ যোগ্যতা ছকের সংজ্ঞা অনুযায়ী, ভাড়া ভিত্তিক আয়ের ক্ষতিপূরণের নুন্যতম পরিমাণ নির্ধারণ করবে।

৭. **ভাড়াটিয়াদের প্রবেশাধিকার হারানোর লোকসানঃ** ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভবনের ভাড়াটিয়াদের অন্যত্র স্থানান্তর ও বিকল্প ভাড়া গ্রহনের জন্য সহায়তা দেয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ভাড়াটিয়া ক্ষতিপূরণ যোগ্যতা ছক অনুযায়ী বিকল্প ভাড়া ভাতা পাবে।

৮. ঝুঁকিপ্রবণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিঃ দারিদ্রসীমা (অর্থাৎ বার্ষিক আয় ১,৬৮,০০০ টাকার) নিচে বসবাসকারী পরিবার, নারী প্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ও ৬৫ বছরের উর্ধ্বে বয়স্ক ব্যক্তি ঝুঁকিপূর্ণবলে বিবেচিত হবে। এদের জন্য আরপি-র আওতায় প্রাপ্য ছক অনুযায়ী বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৯. সরকারি সেবা ও সুবিধাঃ উপপ্রকল্পে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাধাগ্রস্ত সরকারি সেবা ও সুবিধা, অর্থাৎ গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃনিষ্কাষণ, স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি মূল অবস্থানে অথবা নতুন ঠিকানায় পুরোপুরি চালু করা হবে।

১০. নির্মাণ সংক্রান্ত প্রভাবঃ পৌর কাজের জন্য অস্থায়ী জমি ব্যবহার এবং এর দ্বারা জনগণের ক্ষতি হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আরপিএফ ও পরবর্তী পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষতি পূরণ দেয়া হবে।

১১. অজ্ঞাত বিরূপ প্রতিক্রিয়াঃ প্রকল্পের নক্সা ও বাস্তবায়নের সময় অন্য যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে আরপিএফ-এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ই-১১। মতবিনিময় ও অংশ গ্রহন ঃ এলাকা পর্যায়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর, নেতা, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, মহিলা, ব্যবসায়ী, স্থানীয় ক্লাবসহ স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় সভার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে নির্বাচিত চারটি এলাকার প্রত্যেকটিতে স্থানীয় লোকজনের সাথে গৃহীতব্য পদক্ষেপের ব্যাপারে কয়েকটি সভার আয়োজন করা হয়। মোট চারটি আলোচনা সভায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ২০০ মানুষের সাথে আলোচনা হয় যাদের মধ্যে ছিলেন ২১ জন মহিলাসহ ওয়ার্ড নারী কাউন্সিলর এবং এলাকার বাসিন্দা। এসব সভার আলোচ্য সুচি প্রকল্প তৈরীর প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডিএসসিসি উপপ্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের এ ধরনের অংশগ্রহন অব্যাহত রাখবে।

ই- ১২। পুনর্বাসনের প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা ঃ উপপ্রকল্পের কারিগরী নক্সা প্রণয়নের পর তার আসল বিস্তার বোঝা গেলে, আরপিএফ অনুযায়ী প্রতিটি উপপ্রকল্পের সম্ভাব্য পূনর্বাসন চাহিদা যাচাই করা হবে। উপপ্রকল্প প্রনয়নের শুরুতেই সামাজিক প্রভাব যাচাই করা হবে। যেখানে উপপ্রকল্প সরকারি জমির আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবহারকে প্রভাবিত করবে। সেখানে একটি বিস্তারিত সামজিক প্রভাব নিরূপন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে।

ই-১৩। পৌর কাজ প্রদানের শর্তাবলী ঃ পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরী, তা বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্তি এবং জনগণের জন্য প্রকাশের পর উপপ্রকল্পের পৌর কাজের চুক্তিপত্র প্রদান করা যেতে পারে।

ই-১৪ । পৌর কাজ শুরুর শর্ত ঃ একটি উপপ্রকল্পের স্থানান্তর/অথবা পূনর্বাসনসহ পূনর্বাসন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, ডিএসসিএমসি কর্তৃক যাচাই, ডিএসসিসি কর্তৃক প্রতিবেদন প্রদান, এবং তাতে বিশ্বব্যাংকের সম্মতি ভিত্তিতে পৌর কাজ শুরু এবং ঠিকাদারদের কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে।

ই- ১৫। শ্রমিকদর ভীড় ব্যবস্থাপনা ঃ প্রকল্পে পৌর কাজের সময় সাধারনত: প্রচুর শ্রমিকের সমাবেশ ঘটে। প্রকল্প এলাকার বাইরের শ্রমিকদের আগমন প্রকল্প এলাকায় স্থানীয়ভাবে পণ্য ও সেবা সরবরাহকারী এবং চাকরি অথবা ব্যবসা প্রত্যাশী লোকজনকেও আকৃষ্ট করে। এই প্রক্রিয়ায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, মজুরি, নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, আচরণগত ও সাংস্কৃতিক বিরোধ জনিত উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। প্রাথমিকভাবে শ্রমিকদের সম্ভাব্য ঝুঁকির পরিমাণ স্বল্প থেকে মাঝারি পর্যায়ের হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে যা প্রতিটি উপপ্রকল্পের বাস্তবায়নকালের পূর্বে নিরূপণ করা হবে। পৌর কাজের ঠিকাদারদের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (ইএসএমপি) ডিএসসিসির পূর্বানুমোদনসহ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি) অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ই- ১৬। লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধকতা ঃ উপপ্রকল্পের নক্সা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের চলাফেরা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় বিবেচনা করা হবে। এ প্রকল্প উপপ্রকল্পের নক্সায় নারী, শিশু ও শারীরীকভাবে বিপদগ্রস্ত লোকজনের জন্য নির্বিঘ্ন চলাফেরা নিশ্চিত করতে জনগণের জন্য উন্মুক্ত স্থানের নক্সা প্রণয়ন করবে। এ সময় বিশেষ করে বয়স্ক মহিলা ও শারীরীকভাবে প্রতিবন্ধীদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হবে। ডিএসসিসি পিআইইউ প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহন, অসমন্বিত লিঙ্গ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত মহিলাদের বর্ধিত সংখ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহন ও অংশগ্রহন উৎসাহিত করবে।

ই- ১৭। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)। ডিএসসিসি সকল জরীপ, নক্সা ও বাস্তবায়ন কাজের জন্য দায়ী থাকবে। সরকার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করবে। একটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) প্রকল্প কাজের সামগ্রিক নির্দেশনা, নীতি পরামর্শ এবং বিভিন্ন এজেন্সির সমন্বয় করবে।

ই - ১৮। প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য ডিএসসিসি একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) প্রতিষ্ঠা করবে। ইউনিটের প্রধান হবেন একজন প্রকল্প পরিচালক এবং সেখানে প্রকল্প উপপরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ ক্রয়, অর্থ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, সামাজিক সুরক্ষা ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, পুনর্বাসন ও লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ থাকবেন। পিআইইউ সামগ্রিকভাবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন, অর্থায়ন, পুনর্বাসন ও সামাজিক উন্নয়ন এবং আন্ত:এজেন্সি সমন্বয় কাজের তদারকির জন্য দায়ী থাকবে। ডিএসসিসি-পিআইইউ সকল শুমারি, উপপ্রকল্পের কারনে হারানো সম্পদের বিবরণী, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের প্রতিস্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য ভাতা ও অন্যান্য মঞ্জুরি নির্ধারনের লক্ষ্যে একটি পিএভিসি গঠন করবে। প্রকল্পের নক্সা ও তদারকি কাজের জন্য সুরক্ষা কর্মী অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং ডিএসসিসি পুনর্বাসন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য আরপি বাস্তবায়ন উপদেষ্টা (আরপিআইসি) হিসেবে একটি এনজিও বা তদ্রুপ কোন সংস্থাকে নিয়োগ করবে।

ই-১৯ । অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি ঃ ডিএসসিসি-পিআইইউ উত্থিত প্রশ্নের জবাব, উপদেশ গ্রহন ও প্রকল্পের নক্সা, নিরূপন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া মোকাবিলার জন্য একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল (জিআরএম) প্রতিষ্ঠা করবে। এই জিআরসির ধরন হবে নিম্নরূপ:

(ক) জিআরসি কমিটিতে প্রাপ্ত সামাজিক/পুনর্বাসন সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশগত অভিযোগের পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তি করবে।

(খ) জিআরসির কাছে উত্থাপিত অভিযোগ সাধারনতঃ শুনানির প্রথম দিন বা জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে এক মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করতে চেষ্টা করা হবে।

(গ) জিআরসি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগও পর্যালোচনা করবে।

(ঘ) আদর্শিকভাবে জিআরসির সিদ্ধান্তসমূহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান করা হবে, অন্যথায় দুইতৃতীয়াংশ জিআরসি সদস্যদের ভোটে এর নিস্পত্তি করা হবে। জিআরসির যে কোন সিদ্ধান্ত সামাজিক, পুনর্বাসন ও পরিবেশগত নীতি কাঠামোর আলোকে হতে হবে।

(ঙ) জিআরসি আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে সব পক্ষ লিখিতভাবে একমত হলে জিআরসি মধ্যস্থতা করতে পারে।

(চ) ন্যূনতম তিন (৩) সদস্য দ্বারা জিআরসি সভার কোরাম গঠিত হবে।

(ছ) আইন উপদেষ্টা কোন সদস্যের ভূমিকা পালন করবেন না, তবে প্রয়োজন হলে তিনি আইনগত পরামর্শ প্রদান করবেন।

ই-২০। বাজেট ও অর্থায়ন ঃ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ বা বাজেট সরকারী পক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে এবং তা ডিএসসিসির ডিপিপিতে (উন্নয়ন প্রকল্প ছকে) অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ বাজেট উপপ্রকল্প ভিত্তিক পূনর্বাসন পরিকল্পা অনুযায়ী, যা ডিএসসিসি কর্তৃক অনুমোদিত ও বিশ্বব্যাংকের সম্মতি প্রাপ্ত, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ব্যবহৃত হবে।

ই-২১। মনিটরিং ও মূল্যায়ন ঃ মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত ও যাচাইকৃত তথ্য এবং পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি ও উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হবে। এর ফলে প্রদত্ত উপাদানের সরবরাহ, পদ্ধতির অনুসরন, ফলাফলের মনিটরিং এবং অনুমোদিত পরিকল্পনা ও কাজের ক্রমানুসারে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ডিএসসিসি আরপিআইসির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মনিটরিং পরিচালনা করবে এবং ডিএসসিএমসি বাইরের মনিটরিং পরিচালনা করবে।

ই-২২। আরপিএফ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য এক গুচ্ছ সূচক অনুসরন করা হবে। এই মনিটরিং বিরতিসহ সমগ্র প্রকল্প কালের জন্য পরিচালিত হবে। অভ্যন্তরীণ মনিটরিং প্রতিবেদন মাস ভিত্তিতে এবং বহিরের মনিটরিং প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ও দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হবে।